মিরপুরে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে সম্রাট (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সে।

সম্রাট মিরপুর পৌরসভার জিয়া সড়কের একটি বাসার ভাড়াটিয়া লিপ্টন আলীর ছেলে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল থেকে এবার পিএসসি পরীক্ষার্থী।

স্থানীয়রা জানায়, সম্রাটের বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া গ্রামে। তার মা কুষ্টিয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মিরপুর জোনাল অফিসে কর্মরত থাকায় তারা মিরপুরের জিয়া সড়কে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে। শুক্রবার বিকেলে পাশের বাসার ছাদে প্রতিদিনের মতো ঘুড়ি উড়াতে যায় সম্রাট।

এসময় অসাবধানতাবশত সে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।
সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে রাতে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসকরা।

উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে রাতেই সে মারা গেছে বলে নিশ্চিত করেন ওই শিশুটির বাবা লিপ্টন আলী।

দুই মাস পরিচর্যা করেই দেখা পেলো নাইট কুইন’র

ভালোবাসার প্রতীকের আরেক নাম ফুল।সে যে কোন ফুলই হোকনা কেন? প্রিয়তমার গলায় মালা কিংবা খোঁপায় ভালোবেসে ফুল গুঁজে দেয়ার সৌন্দর্য-অনুভূতি অনন্য। সব ধরনের শুভ কাজেও ফুলের ব্যবহার

রয়েছে আমাদের দেশে অনেক। তবে মানুষভেদে ফুলের পছন্দের তারতম্য দেখা যায়। কেউ গোলাপ, কেউ হাসনাহেনা, কেউবা গ্রামবাংলার মেঠো পথের ধারে ফোটা অজানা ফুলের ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। তবে যে ফুল কয়েক বছরে একবার ফোটে, সেই ফুল নিয়ে সবার কৌতূহল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনই একটি ফুলের নাম হলো- নাইট কুইন।

মিষ্টি মনোহরিণী সুবাস, দুধসাদা রং, স্নিগ্ধ ও পবিত্র পাপড়ি আর সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে এই ফুল পরিচিত। রাতের আঁধারে নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরে সকাল হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে নাইট কুইন। তাই এই একটি ফুলের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় ফুলপ্রেমীদের। আমাদের দেশে দুর্লভ প্রজাতির ফুল হিসেবেই গণ্য করা হয় নাইট কুইনকে।

এক রাতে এই দুর্লভ এই নাইট কুইন ফুলের দেখা মিলল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ছাদবাগন মালিক ডা: আসমান আলীর লাগানো টবে মাত্র দুই মাস আগে একটি টবে এ গাছটি লাগান তিনি। মাত্র দুই মাস পরিচর্যা করেই তিনি এ ফৃুলের দেখা পেয়েছেন।

নাইট কুইন ফুলটির পরিপূর্ণ রূপ দেখতে আগ্রহী ছিলেন আসমান আলীল শুভাকাঙ্খীরা।
রাত থেকে ফুলটি দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে শিক্ষার্থীরা। রাত ১০টায় অপেক্ষার অবসান ঘটে। নিজের রূপের বাহার নিয়ে নাইট কুইন পরিপূর্ণভাবে পাপড়ি মেলে দেয়।

উপস্থিতদের তখন ফুলটি নিয়ে সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওবাইদা আল মাহাদী জানান, বিরল ক্যাকটাস জাতীয় এ ফুলটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ফুলের তুলনায় একটু আলাদা। বছরের মাত্র একদিন এবং মধ্যরাতে পূর্ণ বিকশিত হয়। আর শেষরাতেই জীবনাবসান ঘটে। আমি এই নাইট কুইন ফুলেল এমস গল্প শুনেছি। কিন্তু কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।রাতে শোনামাত্রই আমি এই নাইট কুইন দেখতে এসেছি। অনেক ভালো লাগলো ফুলটি দেখে।

আসমান আলী বলেন, আমার ছাদে অন্তত শতাধীক ফুল ও ফলের চারা রয়েছে। তবে এই নাইট কুইনের ভীষন ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
‘নাইট কুইন খুবই দুষ্প্রাপ্য ফুল। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মাস দুয়েক আগে আমার এক বন্ধু সংগ্রহ করে এই গাছটি দিয়েছিলেন। বহু দিনের সখ ছিল নাইট কুইন ফুল ফোটানো।আল্লাহ সে আশা পূরণ

করেছে।গত রাতে আমার ছাদ বাগানে ফুটেছে এ ফুলটি।

তিনি বলেন, আমার এক আত্মিয় বারো বছর ধরেও কোন ‘নাইট কুইন’ ফুল ফোটাতে পারিনি। আমার কপালে ছিলো তাই দুই মাসেই ফুল ফোটাতে পেরেছি।ফুলের সৌন্দর্য আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। শুধু ফুলই নয়, আমার বাড়ীর ছাদে ফুল ও ফলের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেও আমি নিজেকে তৃপ্ত মনে করি।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

কুষ্টিয়ার ভাদালিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিনুর রহমান সাবু (৩৫) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শাহিনুর রহমান বাড়ি সদর উপজেলার পিয়ারপুর এলাকায়। তার বাবার নাম আছির উদ্দিন। তিনি যমুনা ব্যাংকের যশোর শাখার সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে কুষ্টিয়া থেকে মোটরসাইকেলে করে যশোর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। ভাদালিয়ায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বাসের ভাড়া দ্বিগুণ নিলেও মানছে না সামাজিক দূরত্ব

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে প্রত্যেক বাস ও মিনিবাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচলের সরকারি নির্দেশনা থাকলেও কুষ্টিয়ায় বেশিরভাগ জায়গায় তা মানতে দেখা যায় নি। তবে ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির বোঝা টানতে হচ্ছে যাত্রীদের। পাশাপাশি মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব।

কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের বাসসহ অন্যান্য রুটের প্রতিটি বাসেই অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হচ্ছে। এতে করে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি।

যাত্রীরাও অসচেতনভাবে উঠে পড়ছেন যানবাহনগুলোতে। ফলে প্রতিদিন করোনা রোগীর সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে।
কুষ্টিয়া চৌড়হাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, গাড়ী চালক ও হেলপাররা মানছেন না স্বাস্থ্যবিধির ঘোষিত নির্দেশনা। মুখে নেই মাস্ক, হাতে নেই গ্লোভস, গাড়ীর সিট গুলো রয়েছে অপরিচ্ছন্ন। এ ছাড়া গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচলের জন্য ভাড়ার যে নিয়মটা করে দেওয়া হয়েছিল তা মানছেন না কেউই।

যাত্রীদের অভিযোগ অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন বাস চালকরা। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী দুই সিটে একজন করে বসবে। অথচ তা না মেনে প্রতি সিটে দুইজন করে বসানো হচ্ছে। এসব নিয়ে বাস কতৃপক্ষের সাথে যাত্রীদের বাগবিতণ্ডা বাড়ছেই।

আব্দুল মজিদ নামের এক যাত্রী বলেন, কুষ্টিয়া থেকে মিরপুরের ভাড়া আগে ছিলো ২০ টাকা। কিন্তু এখন ৪০ টাকা দিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ নিয়ম অনুযায়ী এক সিটে একজন করে বসবে। অথচ তা না বসে দুইজন আবা সেই সাথে অতিরিক্ত যাত্রি তো থাকছেই।
সোমবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া মজমপুর যাত্রীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সামাজিক দূরত্বের কোনো বালাই ছিল না টিকিট কাউন্টারগুলোতে। প্রতিটি বাসের টিকিট কাউন্টারের সামনে ভিড় করেছেন যাত্রীরা।

কুষ্টিয়ার সচেতন মহল জানান, কুষ্টিয়ার সব রোডে ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক, অটোরিকশা, অবাধে যাতায়াত করছে। এ সড়কে যানবাহনে শরীরের

সাথে গা লাগিয়ে ঠাসঠাসি করে যাতায়াত করছে সাধারণ মানুষ। অথচ প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে একজন মানুষের থেকে আরেকজন মানুষের দূরত্ব কমপক্ষে ৩ ফিট থাকার জন্য বলা হচ্ছে। এমনকি দোকানে কেনাকাটা করতে গেলেও ৩ ফিট দূরত্বে থেকে কেনাকাটা করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় মুখে মাস্ক হাতে গ্লোভস সহ এইসব সচেতনতাও মানছেন না। ফলে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

কুষ্টিয়া বিআরটিএ পরিদর্শক ওমর ফারুক জানান, অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। জেলা প্রশাসককে বিষয়টি জানিয়েছি। শীঘ্রই অভিযান চালানো হবে বলেও জানান তিনি। এদিকে করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন সেনা সদস্যদের টহল আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

বঙ্গবন্ধুই সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে প্রথম কাজ করেছিলেন: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম এ দেশে প্রেস ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি এ দেশের সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে প্রথম কাজ করেছিলেন। আজ সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর অনুদানের চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, করোনা সংকটকালে সাংবাদিকরা ফ্রন্ট লাইনের যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই প্রশাসন, আইনশৃংলা বাহিনী, চিকিৎসকের মত সাংবাদিকদের জন্যও করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। সে আলোকে আজকে কুষ্টিয়ায় ৬৫ জন সাংবাদিককে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা চেক বিতরণ করা হলো।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এবং বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আপনারা দেশ গড়ার উন্নয়ন কমর্সূচিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন।

হানিফ বলেন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সকল সাংবাদিককে এক হয়ে কাজ করতে হবে। কোন সাংবাদিকের সাথে আর একজন সাংবাদিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলে তা ভুলে গিয়ে এই করোনা মহামারীর সময়ে সেবামূলক কাজ করার আহবান জানান তিনি।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাষ্টের সভাপতি ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, কুষ্টিয়া- ১ আসনের সংসদ সদস্য আ ক ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, পুলিশ সুপার এস এম তানভির আরাফাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩ জনকে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে শহরতলীর জগতিসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান।

এ সময় তিনি জানান, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ জনকে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে মাস্ক পরিধান না করায় সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ২৫(২) ধারায় বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।

অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, আমরা সীমিত সম্পদ দিয়ে যেভাবে দূর্যোগ মোকাবিলা করে যাচ্ছে। তা কেবল সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য।

তিনি রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় করোনা রোগীদের জন্য হাইফ্লো নজেল ক্যানোলা, মাস্ক, গার্বেজ ব্যাগ প্রদানকালে একথা বলেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়াবাসী যেন সঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা পায় তার ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তিনি নির্ভয়ে নিঃসংচে কাজ করতে চিকিৎসকদের প্রতি আহবান জানান।

হানিফ এমপি আরও বলেন, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া যেভাবে মানবিক সহযোগিতা করে আসছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিরলসভাবে কাজ করার পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, এবং হাসপাতালে করোনা রোগীদের জন্য হাইফ্লো নজেল ক্যানোলা, মাস্ক, গার্বেজ ব্যাগ বিতরণ করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ সময় কুষ্টিয়া-১ আসনের সাংসদ আ ক ম সরোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া ৪ আসনের সাংসদ সেলিম আলতাব জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট কাজী শামসুন্নাহার আলো, সেক্রেটারী কেএএম রুয়াইম রাব্বি, প্রোজেক্ট চেয়ার রোটাঃ অজয় সুরেকা, পাস্ট সৈয়দা হাবীবা, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ এসএম মোস্তানজীদ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ব্রি উদ্ভাবিত আউশ ধানের জাতের উপর মাঠ দিবস

ব্রি উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের আধুনিক ধানের জাত ব্রি ধান ৮৫ এর প্রদর্শনীর উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শামুখিয়া এলাকায় ব্রি-ধান-৮৫’র কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ সুশান্ত কুমার প্রামানিক।

এ সময় তিনি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৮৫ চাষে অন্য ধানের তুলনায় দ্বিগুণ ধান উৎপাদন সম্ভব। প্রচলিত জাত ব্রি ধান৪৮ থেকে ব্রি ধান৮৫ এর দানা চিকন ও বাজার মূল্য বেশি থাকায় কৃষকরা লাভবান হবেন।

তিনি আরও বলেন, আউশে দুর্যোগ কম হয়। প্রাকৃতিক বৃষ্টির ফলে সেচ কম লাগে। তাই এই ধান বেশি বেশি করে লাগাতে হবে। নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। ঠিক নিয়মে চাষাবাদ করতে পারলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতিবছরই কৃষক ভালো ফলন পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে ছিলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: আফসানা আনছারী, ব্রি কুষ্টিয়ার এসও মোহাম্মদ রেজোয়ান বিন হাফিজ, তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল, ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব, ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আসাদুল ইসলাম,

শিহাবুল ইসলাম, আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া (ব্রি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইফতেখার উদ্দিন জিতু।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমান বলেন, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নানা ফসলের নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবনে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আউশের জন্য কুষ্টিয়া জেলা খুবই ভালো। ১৯ টা ডিভিশনের মধ্যে কুষ্টিয়া ভ্যারাইটি ধানের জন্য এই ৮৫ ধানের জাত বেশ উপকারী।

সার কম লাগে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কৃষকরা যেন অল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করতে পারে এবং খরচ কম হয় সেই চিন্তা করে। তাই কৃষকদের সার খরচ কম লাগে বলে বেশি বেশি করে এই নতুন জাতের ধান চাষ করার আহবান জানান তিনি।

তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল বলেন,তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ পদ্মা নদী গর্ভে চলে গেছে। তাই স্বল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করা যায় এর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে কৃষক কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ৫ আগস্ট বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা সাহেবনগর এলাকায় বন্যার পানিতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা সেলিনা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে সিয়াম
(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

এ সময় সেলিনার বাবা রসুল মন্ডল (৬২) ও সেলিনার ছোট ছেলে সাগর
(৯) সাঁতরিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে ৪জন পদ্মার চরের তালতলা ঘাট থেকে সোনাতলা সাহেবনগর এলাকা যাওয়ার সময় সাহেবনগরের নিকট মহাবুল বিশ্বাসের বাগানের কাছে ডিঙি নৌকাটি উল্টে পানিতে ডুবে যায়।

এ সময় রসুল মন্ডল ও সাগর সাতরিয়ে কিনারে উঠলেও পানিতে ডুবে মারা যায় সেলিনা খাতুন ও তার ছেলে সিয়াম। পরে স্থানীয়রা তাদের লাশ উদ্ধার করে।

পদ্মা নদীতে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এখন ডিঙি নৌকা। ডিঙি নৌকায় চড়ে পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের

ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে ব্যবসায়ীদের।

মেপ্র/আরপি